সাধু সিপ্রিয়ান লিখিত

প্রভুর প্রার্থনা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ
২০০৭

প্রথম প্রকাশ ৮ই এপ্রিল ২০০৭
প্রভুর পাস্কা পর্ব

অনুবাদ © সাধু বেনেডিক্ট মঠ

প্রকাশনা © সাধু বেনেডিক্ট মঠ
মহেশ্বরপাশা, খুলনা
বাংলাদেশ

ভূমিকা

সাধু সিপ্রিয়ান (থাশিউস চেচিলিউস) জন্মগ্রহণ করেন কার্থেজ শহরে (উত্তর আফ্রিকায়) ২০০ কিংবা ২১০ সালে। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের থাশিউস পরিবারের সন্তান, কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা খ্রীষ্টান ছিলেন না। উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর তিনি সুবক্তা বলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু শহরবাসীদের ও সরকারী কর্মচারীদের নিছক নৈতিকতা লক্ষ করে সিপ্রিয়ান নামক একজন খ্রীষ্টান পুরোহিত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সর্ববিষয় গরিবদের মধ্যে বিলি করে দিয়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি দীক্ষার দিনে সেই পুরোহিতের নাম নিজের প্রথম নাম বলে আপন করে নেন, তথা থাশিউস চেচিলিউস সিপ্রিয়ান।

কিছু দিন পর তাঁকে পৌরোহিত্য-পদ আরোপ করা হয়; ২৪৯ সালে শহরের সকল খ্রীষ্টভক্তদের প্রস্তাবনায় বিশপ পদে উন্নীত হন, এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর ২৫৮ সালে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর নির্যাতনের সময়ে শিরোশ্ছেদন-দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে স্বাক্ষ্যমরের গৌরব-মালা অর্জন করেন।

জীবনকালে তিনি নানা ধর্মীয় পুস্তিকা লেখেন। সেগুলোর মধ্যে ‘প্রভুর প্রার্থনা’ নামক পুস্তক সেসময় থেকে আজকাল পর্যন্ত যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে আসছে। প্রভুর প্রার্থনা ব্যাখ্যা করতে করতে তিনি বারবার নিজ ধর্মীয় অগ্রাধিকার তুলে ধরেন, তথা খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐক্য ও খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যকার একাত্মতা। তাছাড়া তিনি এ কথাও সমর্থন করেন যে, প্রভুর প্রার্থনায় নিহিত রয়েছে সমস্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসের সারকথা। নানা পরামর্শ দেওয়ার পর উপসংহারে তিনি বলেন, যীশুর আদর্শ ও সাধু পলের নির্দেশ অনুসারে খাঁটি খ্রীষ্টভক্ত দিবারাত্র প্রার্থনায় রত থাকবে।

প্রভুর প্রার্থনা

১। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, সুসমাচারের আদেশগুলো সত্যিকারে এমন ঐশনির্দেশ, আশা গড়ার জন্য ভিত্তি, বিশ্বাস সুস্থির করার জন্য অবলম্বন, হৃদয়কে তৃপ্তি দেবার জন্য খাদ্য, পথ সঠিক করার জন্য হাল, পরিত্রাণ পাবার জন্য উপায়, যা এ পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের মন উদ্বুদ্ধ ক'রে স্বর্গরাজ্যে তাদের চালিত করে।

ঈশ্বর নিজেই চাইলেন অনেক কিছু তাঁর সেবক নবীদের মধ্য দিয়েই প্রচারিত ও শ্রুত হবে; কিন্তু কতই না মহত্তর সেই সবকিছু যা স্বয়ং পুত্র প্রচার করেন; কতই না উচ্চতর সেই সবকিছু যা সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি নবীদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলেন, নিজের কণ্ঠস্বরেই ঘোষণা করেন; তিনি তো এখন আগমনকারী নিজেরই জন্য পথ প্রস্তুত করতে কাউকে প্রেরণ করেন না, তিনি নিজেই বরং আসছেন ও আমাদের জন্য পথ খুলে দিচ্ছেন ও দেখাচ্ছেন, যাতে আমরা যারা আগে ছিলাম মৃত্যু-ছায়ায় ভ্রান্তপথগামী, দিশেহারা ও অন্ধ, এখন অনুগ্রহের আলোয় আলোকিত হয়ে প্রভুর পরিচালনা ও সহায়তায় জীবন-পথ ধরে চলতে পারি।

২। তাঁর সেই যে নানা পরিত্রাণদায়ী নির্দেশ ও ঐশআদেশের মধ্য দিয়ে তিনি পরিত্রাণলাভের জন্য আপন জনগণকে সহায়তা করলেন, সেগুলির মধ্যে প্রার্থনার নিয়মও দিলেন: তিনি নিজে ইঙ্গিত ও শিক্ষা দিলেন আমাদের কী যাচ্‌না করা উচিত। যিনি জীবন দান করলেন, তাঁর সেই মঙ্গলময়তার খাতিরে যা অনুসারে আগেও সবকিছু দিতে ও মঞ্জুর করতে প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবার তিনি প্রার্থনাও করতে শেখালেন, যেন আমরা পিতার কাছে পুত্রের শেখানো প্রার্থনা ও যাচ্‌না নিবেদন করলে আমাদের কথা আরও নিশ্চিত ভাবে গ্রাহ্য করা হয়।

আগে থেকেই তিনি বলেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন প্রকৃত উপাসকেরা পিতাকে আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করবে; আর তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন, যেন আমরা যারা তাঁর পবিত্রীকরণ গুণে আত্মা ও সত্য লাভ করেছি, তাঁর অবদান গুণেই সত্যিকারে ও আত্মিক ভাবে উপাসনা করতে পারি।

কেননা কোন্ প্রার্থনা আরও আত্মিক হতে পারে সেই প্রার্থনার চেয়ে যা সেই স্বয়ং প্রভুই আমাদের দান করলেন যিনি পবিত্র আত্মাকেও আমাদের কাছে প্রেরণ করলেন? পিতার কাছে আর কোন্ যাচ্‌না সত্যময় হতে পারে সেই যাচ্‌নার চেয়ে যা সেই পুত্রেরই মুখে উচ্চারিত হল যিনি স্বয়ং সত্য? তিনি যেভাবে প্রার্থনা করতে শেখালেন, অন্যভাবে প্রার্থনা করা যে অজ্ঞতা শুধু নয়, দোষও বটে—যেমন তিনি নিজে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন: *মানুষের পরম্পরাগত বিধি-নিয়ম পালন করার জন্য আপনারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সরিয়ে দেন।*

৩। সুতরাং প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এসো, আমরা সেইভাবে প্রার্থনা করি যেইভাবে আমাদের গুরু ঈশ্বর শেখালেন। তাঁর আপন কথা দিয়ে ঈশ্বরকে অনুনয় করা ও খ্রীষ্টের প্রার্থনা তাঁর কর্ণগোচর করা সত্যিই সহায়ক ও অন্তরঙ্গ প্রার্থনা। আমরা প্রার্থনা করলে পিতা তাঁর আপন পুত্রের কথা জেনে নেন; যিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি যেন আমাদের কণ্ঠেও উপস্থিত হন; আর যখন তিনি হলেন পিতার কাছে আমাদের পাপের জন্য সহায়ক, তখন এসো, পাপী বলে আমরা আমাদের অপরাধের জন্য প্রার্থনাকালে আমাদের সহায়কের কথা উপস্থাপন করি। তিনি যখন বললেন, আমরা তাঁর নামে পিতার কাছে যা কিছু যাচ্‌না করব, তিনি তা আমাদের দান করবেন, তখন খ্রীষ্টের নামে যা যাচ্‌না করব তা আরও নিশ্চিতভাবে পেতে পারব যদি তাঁর নিজের প্রার্থনা দিয়েই যাচ্‌না করি।

৪। যারা প্রার্থনা করে, তাদের কথা ও যাচ্‌না এমন পদ্ধতি অনুসারে পরিবেশন করা উচিত যাতে শান্তভাব ও সম্ভ্রম বিশেষ স্থানের অধিকারী হতে পারে। আমাদের ভাবা উচিত, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখেই আছি: দেহের ভঙ্গি ও কণ্ঠের সুর দু'টোই ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। বস্তুতপক্ষে, একদিকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে চিৎকার করা যেমন দাম্ভিকের লক্ষণ, অন্যদিকে বিনম্র যাচ্‌না নিবেদনে প্রার্থনা করা তেমনি শালীন স্বভাবই-মানুষের শোভা পায়। পরিশেষে, আপন শিক্ষায় প্রভু আমাদের একাকী হয়ে, গোপন ও নির্জন স্থানে, এমনকি নিজেদের

ঘরেই প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন। কেননা বিশ্বাসের প্রকৃত চিহ্নই আমরা যেন এ জানি যে, ঈশ্বর সর্বত্রই উপস্থিত, সকলকে শোনেন ও দেখেন, ও তাঁর মাহাত্ম্যের পূর্ণতা গুণে তিনি গোপন ও আচ্ছন্ন সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, যেমনটি লেখা আছে: *আমি নিকটবর্তী ঈশ্বর, দূরবর্তী ঈশ্বর নই। মানুষ গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে থাকলেও আমি কি তাকে দেখব না? স্বর্গ ও পৃথিবী কি আমার উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ নয়?* আরও লেখা রয়েছে, *সর্বস্থানে ঈশ্বরের চোখ ভাল মন্দ সকলকেই প্রত্যক্ষ করে।*

আর যখন আমরা ভাইদের সঙ্গে এক হয়ে সম্মিলিত হই ও ঈশ্বরের যাজকের সঙ্গে ঐশযজ্ঞ উদ্‌যাপন করি, তখন আমাদের শালীনতা ও সুশৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতন হতে হবে: এলোমেলো কণ্ঠে প্রার্থনা এদিক ওদিক বাতাসে উড়িয়ে দিতে নেই; আবার, যে মিনতি প্রকৃতপক্ষে বিনম্রভাবেই ঈশ্বরের হাতে সঁপে দেওয়ার কথা তা অধিক উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করাও মানায় না, কারণ ঈশ্বর কণ্ঠের নন, হৃদয়েরই শ্রোতা; আর যিনি চিন্তা-ভাবনা দেখেন, তীব্রতর কণ্ঠেই তাঁকে কিছু স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার নেই; প্রভু নিজে সপ্রমাণ দিয়ে এবিষয়ে বলেন, *নিজেদের হৃদয়ে তোমরা কেন অধর্মের কথা ভাব?* আবার অন্য স্থানে: *সকল মণ্ডলী একথা জানুক যে, আমি হৃদয় ও প্রাণ তলিয়ে দেখি।*

৫। এজন্য প্রথম রাজাবলি পুস্তকে মণ্ডলীর প্রতীক সেই আন্না সেই সব কিছু অন্তরে গেঁথে রাখেন ও রক্ষা করেন যা ঈশ্বরের কাছে উচ্চকণ্ঠের যাচ্‌নায় নয় বরং নীরব ও নম্র ভাবেই তাঁর নিজের বুকের অন্ধকারে প্রার্থনা করছিলেন। তিনি গুপ্ত যাচ্‌নায় কিন্তু প্রকাশ্য বিশ্বাসেই প্রার্থনা করছিলেন, কণ্ঠ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েই প্রার্থনা করছিলেন, কেননা তিনি জানতেন, ঈশ্বর শুনতে পারছিলেন; আর তিনি যা যাচ্‌না করছিলেন, তা পরিপূর্ণরূপেই পেলেন, কারণ বিশ্বাস গুণেই প্রার্থনা করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্র স্পষ্টভাবেই একথা বর্ণনা করে: *তিনি হৃদয়ের নিভৃতেই প্রার্থনা করছিলেন, তাঁর ওষ্ঠ নড়ছিল না, ও তাঁর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল না—আর প্রভু তাঁকে সাড়া দিলেন।* একই কথা সামসঙ্গীতেও পড়ি: *হৃদয়গভীরে কথা বল, ও শয্যায় শুয়ে অনুতপ্ত হও।* যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা এই পরামর্শ দিয়ে বলেন, *প্রভু, বিবেক-গভীরেই তোমাকে আরাধনা করা উচিত।*

৬। অতএব, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যে প্রার্থনা করে, সে যেন এই কথাও জেনে নেয়, তথা সেই কর-আদায়কারী মন্দিরে ফরিসির সঙ্গে কীভাবে প্রার্থনা করছিল। স্পর্ধার সঙ্গে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে নয়, দুঃসাহস ভরে হাত দু'টো খাড়া করেও নয়, কিন্তু বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ও অন্তরে রুদ্ধ নিজ পাপগুলির নিন্দা করেই সে ঐশদয়ার সহায়তা মিনতি করছিল; আর ফরিসি নিজেকে নিয়ে প্রীত ছিল, কর-আদায়কারী কিন্তু অধিক আশীর্বাদের যোগ্য হয়ে উঠল, কারণ পরিত্রাণের আশা নিজের নিরপরাধিতার ভরসায় রাখেনি, কেননা নিরপরাধী বলতে কেউই নেই; সে বরং পাপ স্বীকার করার পরেই বিনম্রতার সঙ্গে প্রার্থনা করল। তাই যিনি বিনম্রদের ক্ষমা দান করেন, তিনি তার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন।

একথা প্রভুর সুসমাচারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়; লেখা আছে: *দু'জন লোক প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেল: একজন ফরিসি, আর একজন কর-আদায়কারী। ফরিসি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে এভাবেই প্রার্থনা করছিলেন, ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি অন্য সকল লোকের মত নই—ওরা যে অসৎ, চোর, ব্যভিচারী;—কিংবা ওই কর-আদায়কারীর মতও নই। আমি সপ্তাহে দু'বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি। অপরদিকে কর-আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলতেও সাহস পাচ্ছিল না, বরং বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলছিল, ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী। আমি তোমাদের বলছি, এই লোক ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, ওই ফরিসি নয়; কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।*

৭। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, পবিত্র শাস্ত্র থেকে এই সমস্ত কিছু শিখে এবং প্রার্থনার জন্য কেমন মনোভাব আবশ্যক তাও জানতে পেরে, এসো, প্রভুর শিক্ষা থেকে শিখে নিই। তিনি বলেন: *হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্যের আগমন হোক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি*

মর্তেও পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনিক খাদ্য আজ আমাদের দান কর; এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি; আর আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দিয়ো না, কিন্তু সেই ধূর্তজনের হাত থেকে আমাদের নিস্তার কর। আমেন।

৮। সর্বপ্রথমে, শান্তির আচার্য ও বিনম্রতার গুরু এমনটি চাইলেন না যে, প্রার্থনা আত্মকেন্দ্রীভূত ও ব্যক্তিস্বতন্ত্র হবে, অর্থাৎ তিনি চাইলেন না যে, যে প্রার্থনা করে, সে ঠিক যেন কেবল নিজেরই জন্য প্রার্থনা করে। আমরা তো বলি না: 'হে আমারই স্বর্গস্থ পিতা;' এও বলি না, 'আমারই খাদ্য আজ আমাকে দাও;' আবার, কেউই যাচ্না করে না যেন শুধু তার নিজেরই অপরাধ ক্ষমা করা হয় বা তাকেই মাত্র যেন পরীক্ষার সম্মুখীন না করা হয় কিংবা সে-ই মাত্র যেন অমঙ্গল থেকে মুক্তি পেতে পারে। আমাদের প্রার্থনা উন্মুক্ত ও সার্বজনীন; আর যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন কেবল একজনের জন্য নয়, গোটা জনগণের জন্যই প্রার্থনা করি, কারণ আমরা গোটা জনগণই এক।

যিনি ঐক্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শান্তির ঈশ্বর ও একাত্মতার গুরু চাইলেন প্রত্যেকজন সকলের জন্য প্রার্থনা করবে, যেভাবে একা তিনি নিজের মধ্যে সকলকে বহন করলেন। অগ্নিচুল্লিতে রুদ্ধ সেই তিনজন যুবক মিনতিতে এককণ্ঠ হয়ে ও আত্মায় একমন একপ্রাণ হয়ে প্রার্থনার এই নিয়ম পালন করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্র যখন আমাদের অবগত করে কীভাবে সেই তিনজন প্রার্থনা করছিলেন, তখন আমাদের এমন একটা দৃষ্টান্ত দেয় যা প্রার্থনায় আমাদের অনুকরণ করা উচিত যাতে আমরাও সেইমত করি। শাস্ত্রের বাণী: *তখন সেই তিনজন এককণ্ঠেই যেন স্তুতিগান করছিলেন ও ঈশ্বরকে ধন্য বলছিলেন।* তাঁরা এককণ্ঠেই যেন প্রার্থনা করছিলেন, অথচ তখনও খ্রীষ্ট তাঁদের প্রার্থনা করতে শেখাননি!

সেইভাবে প্রার্থনা করছিলেন বিধায়ই তাঁদের প্রার্থনা সার্থক ও কার্যকারী হল, কারণ শান্তিপূর্ণ, সরল ও আত্মিক হওয়ায় তাঁদের প্রার্থনা প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। আমরা দেখি, প্রভুর স্বর্গারোহণের পরে প্রেরিতদূতেরাও শিষ্যদের সঙ্গে এভাবে প্রার্থনা করছিলেন; শাস্ত্রে লেখা আছে, *তাঁরা সকলে, ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন নারী, যীশুর মা মারীয়া ও তাঁর ভাইয়েরা, একমন হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন।* তাঁরা একাত্ম হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন, তাতে প্রার্থনা ও একাত্মতার দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করছিলেন যে, যিনি মানুষকে গৃহে একাত্ম করে বাস করান, সেই ঈশ্বর স্বর্গীয় শাশ্বত গৃহে তাদেরই মাত্র গ্রহণ করেন যারা একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করে।

৯। প্রভুর প্রার্থনার রহস্য কতগুলো ও কতই না মহান! স্বল্পকথার একটা বাক্যেই গৃহীত হয়েও তবু সেই রহস্যগুলো আত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। স্বর্গীয় তত্ত্ব বিষয়ে এমন কিছু নেই, যা আমাদের এই প্রার্থনা ও যাচ্নায় স্থান না পেয়ে থাকে। তিনি বললেন, *তোমাদের এভাবে প্রার্থনা করা উচিত: হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।*

সেই যে নবমানুষ নবজন্ম লাভ করেছে ও তাঁর ঈশ্বর দ্বারা তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সর্বপ্রথমে 'পিতা' বলে, কারণ ইতিমধ্যে সে তাঁর সন্তান হতে লাগল। লেখা আছে, *তিনি আপনজনদের মধ্যে এলেন, কিন্তু তাঁর আপনজন তাঁকে গ্রহণ করেনি। যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তিনি তাদের দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার—যারা তাঁর নামে বিশ্বাসী।* সুতরাং, তাঁর নামে যে বিশ্বাস করল ও ঈশ্বরসন্তান হয়ে উঠল, তাকে এখান থেকেই শুরু করতে হবে: সে ধন্যবাদ জানাবে; আর সে যখন বলে যে ঈশ্বরই তাঁর স্বর্গস্থ পিতা, তখন নিজেকে ঈশ্বরসন্তান বলে ঘোষণা করবে। আরও, নবজন্মের পরে তার প্রথম উচ্চারিত কথাগুলোর মধ্যে সে এবিষয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে মর্ত ও দৈহিক পিতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও একথা জানতে শুরু করেছে যে, তার কেবল এক পিতা আছেন যিনি স্বর্গে রয়েছেন, যেমনটি লেখা আছে: *যারা আপন পিতা-মাতাকে বলে, আমি তোমাদের চিনি না, ও নিজেদের সন্তানদের নিজেদের বলে স্বীকার করে না, তারাই তোমার আজ্ঞাগুলি মেনে নিয়েছে ও তোমার সন্ধি পালন করেছে।* নিজের সুসমাচারে প্রভুও আমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন এই মর্তে কোন মানুষকে আমাদের *পিতা বলে না ডাকি, কেননা আমাদের পিতা একজন মাত্র, আর তিনি*

স্বর্গে রয়েছেন। আর যে শিষ্য তার নিজের মৃত পিতার কথা উল্লেখ করেছিল, তাকে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, *মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের সমাধি দিক।* কেননা সেই শিষ্য বলেছিল, তার পিতা মারা গেছিল। অথচ বিশ্বাসীদের পিতা জীবিত!

১০। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, স্বর্গে যিনি রয়েছেন, তাঁকে যে পিতা বলে ডাকতে হয়, তেমন কথা মেনে নেওয়া ও উপলব্ধি করা-ই তো যথেষ্ট নয়; বরং আমরা 'আমাদের' কথাটাও যোগ দিই ও উচ্চারণ করি; এর অর্থ: তিনি বিশ্বাসীদের পিতা, অর্থাৎ তাদেরই পিতা যারা তাঁর দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়ে ও আত্মিক অনুগ্রহের নবজন্ম দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ঈশ্বরের সন্তান হতে শুরু করেছে। তাছাড়া একথা ইহুদীদের ভর্ৎসনা ও দন্ডিত করে, কেননা যাঁর কথা তাদের কাছে নবীদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল ও যিনি তাদেরই কাছে প্রথম প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা অবিশ্বাস করে সেই খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করেছিল শুধু নয়, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডেও দন্ডিত করেছিল; তারা তো এখন ঈশ্বরকে নিজেদের পিতা বলে ডাকতে পারেই না, কেননা প্রভু নিজে তাদের লজ্জিত করে ও তাদের ভুল তুলে ধরে বলেন, *তোমরা তোমাদের পিতা সেই দিয়াবল থেকেই উদ্গত, ও তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ পূরণ করতেই ইচ্ছা কর। সে আদি থেকেই ছিল নরঘাতক, সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই, কারণ তার নিজের মধ্যেই যে সত্য নেই!* এবং নবী ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর রোষভরে চিৎকার করে বলেন, *আমি সন্তানদের জন্ম দিয়েছি, তাদের পোষণ করেছি; তারা কিন্তু আমাকে অবজ্ঞাই করল। বলদ তার মনিবকে জানে, গাধাও তার প্রভুর জাবপাত্র জানে, কিন্তু ইস্রায়েল আমাকে জানতে পারেনি, আমার জনগণ আমাকে বুঝতে পারেনি। ধিক্ সেই পাপিষ্ঠ জাতিকে, পাপে ভারাক্রান্ত সেই জনগণকে! আহা, অপকর্মার বংশ, বিকৃত-মনা সন্তানেরা! তোমরা প্রভুকে ত্যাগ করেছ, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছ।* এদের প্রত্যাখ্যান করে আমরা খ্রীস্টান যখন প্রার্থনা করি তখন বলি 'আমাদের' পিতা, কেননা তিনি আমাদেরই হতে শুরু করেছেন ও ইহুদীদের পিতা হতে শেষ করেছেন যেহেতু তারা তাঁকে ত্যাগ করেছে। তাছাড়া পাপিষ্ঠ এক জনগণ সন্তান হতে পারে না, বরং 'সন্তান' নামটা তাদেরই উপরে আরোপিত পাপের ক্ষমা যাদের মঞ্জুর করা হয়েছে ও যাদের প্রতি অমরত্ব নতুনভাবে প্রতিশ্রুত, যেমনটি আমাদের প্রভুর নিজের এবাণীতে ব্যক্ত: *যে কেউ পাপ করে, সে পাপের ক্রীতদাস। ক্রীতদাস তো চিরকাল ধরে ঘরে থাকে না, সন্তানই চিরকাল ধরে থাকে।*

১১। আহা, প্রভুর কতই না অনুগ্রহ, আমাদের প্রতি তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গলময়তা কতই না উদার যে, তিনি চাইলেন, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখেই প্রার্থনা উদ্‌যাপন করব, প্রভুকে পিতা বলে ডাকব, ও খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরপুত্র তেমনি আমরাও ঈশ্বরপুত্র বলে অভিহিত হব! প্রার্থনাকালে তেমন নাম আমরা কেউই উচ্চারণ করতেও সাহস করতাম না, তিনি নিজে যদি না আমাদের এভাবে প্রার্থনা করতে সম্মতি দিতেন। অতএব, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের একথা মনে রাখতে হবে ও জানতেই হবে যে, আমরা যখন ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকি, তখন ঈশ্বরের সন্তান রূপেই আমাদের ব্যবহার করতে হবে, যাতে আমরা যেমন ঈশ্বরকে পিতা বলেই পেয়েছি বিধায় আনন্দিত, তেমনি তিনিও যেন আমাদের নিয়ে আনন্দিত হতে পারেন।

এসো, এমনভাবে জীবনধারণ করি আমরা নিজেরাই যেন ঈশ্বরের মন্দির, যাতে প্রকাশ পেতে পারে যে প্রভু আমাদের অন্তরে বাস করেন। আমাদের কাজকর্মও যেন আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়, যাতে করে আমরা যারা আত্মিক ও স্বর্গীয় হতে শুরু করেছি, কেবল আত্মিক ও স্বর্গীয় বিষয়েই চিন্তামগ্ন ও কর্মরত থাকি; কেননা প্রভু ঈশ্বর নিজে বললেন, *যারা আমাকে সম্মান করবে, আমি তাদের সম্মান করব, আর যারা আমাকে অবজ্ঞা করবে, আমি তাদের অবজ্ঞা করব।* নিজের পত্রে ধন্য প্রেরিতদূতও একথা বলেন, *তোমরা নিজেদের নও, কারণ মূল্য দিয়ে তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!*

১২। এরপরে আমরা বলি: *তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক।* আমরা যে ঈশ্বরের মঙ্গলার্থে এমন শুভেচ্ছা জানাই তিনি যেন আমাদের প্রার্থনা দ্বারা পবিত্রিত হন, তেমন নয়; আমরা বরং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের অন্তরে তাঁরই নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, যিনি পবিত্রতা দানকারী, সেই ঈশ্বর কার

দ্বারাই বা পবিত্রিত হতে পারেন? তবু যেহেতু তিনি বললেন, *পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র,* সেজন্য আমরা প্রার্থনা ও মিনতি করি, দীক্ষাস্নানে পবিত্রিত হয়ে আমরা যা হতে শুরু করেছি, তা-ই বলে যেন অনুক্ষণ থাকতে পারি। আর এই লক্ষ্যে আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি, কারণ দৈনিক পবিত্রীকরণ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, যেন আমরা যারা প্রতিদিন অপরাধ করি, অবিরত পবিত্রীকরণ দ্বারা আমাদের অপরাধ থেকে শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারি।

ঈশ্বরের প্রসন্নতা দ্বারা আমাদের অন্তরে যে কী প্রকার পবিত্রীকরণ সাধিত হয়, একথা ব্যাখ্যা করে প্রেরিতদূত বলেন, যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মাতাল, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। আর তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় পবিত্রিত হয়েছি। এ পবিত্রীকরণ যেন আমাদের অন্তরে থাকে, এজন্যই আমরা প্রার্থনা করি; আর যেহেতু আমাদের প্রভু ও বিচারকর্তা যাদের নিরাময় ও সঞ্জীবিত করেছেন তাদের আজ্ঞা দেন তারা যেন আর কখনও ভ্রান্ত না হয় পাছে আরও শোচনীয় কিছু তাদের ঘটে, সেজন্য আমরা অবিরত প্রার্থনায় যাচ্না করি ও দিন রাত মিনতি করি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে যে পবিত্রীকরণ ও নবজীবন পেয়েছি, তা যেন তাঁরই রক্ষায় অক্ষুণ্ন হয়ে থাকতে পারে।

১৩। এরপর প্রার্থনায় একথা আসে: *তোমার রাজ্যের আগমন হোক।* আমরা যেমন প্রার্থনা করি যেন তাঁর নামের পবিত্রতা আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, তেমনি যাচ্না করি যেন ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। কিন্তু এমন সময় কি থাকতে পারে যখন ঈশ্বর রাজত্ব করেন না? আরও, যা সবসময় ছিল ও অস্তিত্ব থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি, তেমন কিছু তাঁর কাছে কখনই বা শুরু হতে পারে? আমরা কিন্তু সেই রাজ্যেরই আগমনের কথা প্রার্থনা করি, যে রাজ্য ঈশ্বর দ্বারা আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হল ও খ্রীষ্টের রক্ত ও যন্ত্রণাভোগের মূল্যে কেনা হল যেন আমরা যারা আগে জগতের সেবা করছিলাম, পরবর্তীতে খ্রীষ্টের রাজত্বকালে রাজত্ব করতে পারি— যেভাবে তিনি একথা বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।*

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যাঁর আগমন আমরা প্রত্যেক দিন আকাঙ্ক্ষা করি, যাঁর আগমন বিষয়ে আমরা বাসনা করি তা যেন আমাদের কাছে শীঘ্রই প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই ঈশ্বরের সেই রাজ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। কেননা তাঁর মধ্যে পুনরুত্থান করি বিধায় যখন তিনি নিজেই পুনরুত্থান, একইপ্রকারে তাঁর মধ্যে রাজত্ব করব বিধায় তখন তাঁকে ঈশ্বরের রাজ্য বলেও গণ্য করা যেতে পারে। তাছাড়া আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো ঈশ্বরের রাজ্য, অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজ্য যাচ্না করি, কারণ মর্তও একটা রাজ্য রয়েছে। কিন্তু জগৎকে যে ইতিমধ্যে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, মহত্তর কারণে সে তার সম্মান ও রাজ্যও প্রত্যাখ্যান করে থাকে। সুতরাং ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের কাছে যে নিজেকে উৎসর্গ করে, সে মর্ত কোন রাজ্য নয়, স্বর্গরাজ্যেরই বাসনা করে। তাই আমাদের অবিরত ও সনির্বন্ধ প্রার্থনা করা দরকার যেন স্বর্গরাজ্য থেকে সরে না পড়ি যেভাবে এই প্রতিশ্রুতি যাদের প্রথম দেওয়া হয়েছিল সেই ইহুদীরা সরে পড়েছিল। বস্তুত প্রভুও একথা প্রমাণিত করে বলেছিলেন: *পূব ও পশ্চিম থেকে বহু লোক আসবে এবং আব্রাহাম, যাকোব ও ইসায়াকের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের ভোজে আসন পাবে। কিন্তু রাজ্যের সন্তানেরা সেই বাইরের অন্ধকারে বিক্ষিপ্ত হবে যেখানে রয়েছে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।* এতে তিনি দেখান যে, ইহুদীরা বহুদিন ধরে ঈশ্বরের সন্তান বলে গণ্য ছিল, আগে তারাই ছিল রাজ্যের সন্তানেরা; কিন্তু যখন তাদের মধ্যে পিতার নাম স্বীকৃত হতে শেষ হয়েছিল, সেসময় থেকে রাজ্যও শেষ হয়েছিল; আর এজন্যই খ্রীষ্টান-আমরা যারা ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকে প্রার্থনাটি শুরু করি, যাচ্না করি যেন ঈশ্বরের রাজ্যও আমাদের কাছে আসে।

১৪। এরপরে আমরা এই কথাও বলি: *তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক,* ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন তিনি যেন তাই করেন এজন্য নয়, বরং ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন আমরাই যেন তা পূর্ণ করতে পারি। কেননা

এমন কেউ কি থাকতে পারে, যে ঈশ্বরকে তা করতে বাধা দেবে যা তিনি করতে চান? কিন্তু যেহেতু শয়তান আমাদের সবদিক দিয়েই বাধা দেয় যাতে আমরা অন্তরে ও কর্মে কোনও মর্মেই ঈশ্বরকে না প্রণাম করি, সেজন্য আমরা প্রার্থনা ও যাচ্‌না করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের অন্তরে পূর্ণতা লাভ করে; আর তেমন কিছু যেন আমাদের অন্তরে ঘটে, তার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাই তো দরকার, অর্থাৎ কিনা তাঁর কাজ ও তাঁর সহায়তা একান্তই প্রয়োজন, কারণ এমন কেউই নেই যে নিজের শক্তিগুণে শক্তিশালী; মানুষ বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণা গুণেই নিরাপদ। প্রভু নিজেও যে মানব দুর্বলতা বহন করেছিলেন, তার প্রমাণ দেখিয়ে বলেছিলেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পাত্র আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাক;* কিন্তু তিনি যে নিজের ইচ্ছা নয়, বরং ঈশ্বরেরই ইচ্ছা পালন করছিলেন তেমন দৃষ্টান্ত শিষ্যদের দেখিয়ে বলে চলেছিলেন, *তবু আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।* অন্যত্র তিনি বলেছিলেন, *আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি।* সুতরাং, যখন পুত্র বাধ্য হলেন ও পিতার ইচ্ছা পালন করলেন, তখন দাসের পক্ষে বাধ্য হওয়া ও প্রভুর ইচ্ছা পালন করা আরও কতই না উচিত! আসলে যোহনও তাঁর [প্রথম] পত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়ে উপদেশ দিয়ে বলেন: *জগৎ বা জগতের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না! কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে, তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই। কেননা জগতের যা কিছু আছে —দেহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ—এ সমস্ত পিতা থেকে নয়, জগৎ থেকেই উদ্গত। আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে, তার লালসাও তাই, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী।* আমরা যারা চিরকালস্থায়ী হতে বাসনা করি, আমাদের উচিত সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা যিনি চিরকালস্থায়ী।

১৫। ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: খ্রীষ্ট যা কিছু করলেন ও শিক্ষা দিলেন, তা-ই, যথা: অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে বিনম্রতা, বিশ্বাসে স্থৈর্য্য, কথাবার্তায় শালীনতা, ব্যবসায় ন্যায়, কাজকর্মে দয়া, আচরণে সুশৃঙ্খলা। আরও, কারও ক্ষতি না করা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ক্ষমা করা; ভাইদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখা, সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা: তাঁকে পিতা বলে ভালবাসা, ও প্রভু বলে ভয় করা; খ্রীষ্টপ্রেমের চেয়ে কিছুতেই প্রাধান্য না দেওয়া, কারণ তিনিও আমাদের প্রতি ভালবাসার চেয়ে কিছুতে প্রাধান্য দেননি। ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর ভালবাসায় নিত্য আসক্ত থাকা, সাহসের সঙ্গে তাঁর ক্রুশের ধারে বিশ্বস্তভাবে থাকা, তাঁর নাম বা তাঁর সম্মান বিচারের বস্তু হলে তাঁর বিষয়ে দৃঢ় সাক্ষ্য দেওয়া, তাঁর জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে শুভ উদ্দেশ্য বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, সেই মৃত্যুকে মনের আনন্দে গ্রহণ করা যে মৃত্যু পুরস্কারের দিকে আমাদের চালিত করবে।

এই তো খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ, এই তো ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা ও পিতার ইচ্ছা পালন করা।

১৬। আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হয়; এতেই আমাদের আনন্দ ও পরিত্রাণ বিরাজিত; কেননা যেহেতু আমাদের মর্তদেহ ও স্বর্গীয় আত্মা আছে, সেজন্য আমরা নিজেরাই একাধারে মর্ত ও স্বর্গ; আর এজন্য প্রার্থনা করি, যেন দেহে ও আত্মায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। মাংস ও আত্মার মধ্যে যুদ্ধ চলছে, দৈনিকই যুদ্ধ চলছে; আমরা যা করতে চাই তা করতে পারি না, কারণ একদিকে আত্মা স্বর্গীয় ও দিব্য বিষয়ের দিকেই, অপরদিকে মাংস পার্থিব ও সাংসারিক বিষয়ের দিকেই আকর্ষিত। এই কারণে আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের সহায়তায় এই দু'টো প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, যাতে আত্মায় ও দেহে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে দীক্ষাস্নানে নবজাত সেই আত্মা পরিত্রাণ পেতে পারে। প্রেরিতদূত পল এবিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলেন, *মাংসের যা কাম্য, তা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার যা কাম্য, তা মাংসের বিরোধী। আসলে এই দুই পক্ষ তো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফলে তোমরা যা করতে চাও, তা করতে পার না। অপরদিকে যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও। মাংসের যত কর্মফল তো স্পষ্ট: যৌন অনাচার, অশুচিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য,*

দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব আর ওই ধরনের সমস্ত কিছু। আগে যেমন এই বিষয়ে আমি বলেছিলাম, এখনও তোমাদের সতর্ক করে বলছি: যারা তেমন আচরণ করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। অপরদিকে আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম; এই সবকিছুর বিরুদ্ধে কোন বিধান নেই। এজন্য দৈনিক, এমনকি অবিরত প্রার্থনায়ই আমাদের যাচ্না করতে হবে যেন স্বর্গে ও মর্তে আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। কারণ এই তো ঈশ্বরের ইচ্ছা: যা পার্থিব, তা স্বর্গীয় বিষয়ের পরেই আসুক, যেন যা স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক তা প্রাধান্য পেতে পারে।

১৭। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, একথা [*তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক*] আমরা এই অর্থে উপলব্ধি করতে পারি: যেহেতু প্রভু আমাদের কাছে সনির্বন্ধ দাবি রাখেন আমরা যেন শত্রুদেরও ভালবাসি ও আমাদের নির্যাতকদের জন্য প্রার্থনা করি, সেজন্য আমরা তাদেরই জন্য প্রার্থনা করি, যারা এখনও মর্ত, ও স্বর্গের দিকে আকর্ষিত হবার জন্য একটা পদক্ষেপও নেয়নি, যাতে তাদের জন্যও ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে—সেই যে ইচ্ছা খ্রীষ্ট মানুষকে পরিত্রাণকৃত ও মুক্ত করায় পূর্ণ করলেন।

তাঁর দ্বারা শিষ্যেরা মর্ত নয়, মর্তের লবণই বলে অভিহিত; আর প্রেরিতদূতও প্রথম মানুষকে মর্তের কাদা, কিন্তু দ্বিতীয় মানুষকে স্বর্গীয় মানুষ বলে ডাকেন। তেমনি আমরা: যিনি ভাল কি মন্দ সকলের উপর সূর্য জাগান ও ধার্মিক কি অধার্মিক সকলের উপর বৃষ্টি নামান, সেই পিতা ঈশ্বরের সদৃশ হতে আহূত হয়ে খ্রীষ্টের শিক্ষার অনুসরণ করে সকলের পরিত্রাণের জন্য যাচ্না ও মিনতি নিবেদন করি। আর আমরা এমনটি করি, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পূর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ কিনা আমাদের স্বর্গীয় করায় আমাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে পূর্ণ হয়েছে, তেমনি মর্তেও যেন পূর্ণ হয়, অর্থাৎ তাদেরও অন্তরে পূর্ণ হয় যারা বিশ্বাস করতে এখনও সম্মত নয়। ফলত, যারা প্রথম জন্মের ভিত্তিতে মর্তপ্রাণী, তারা জলে ও আত্মায় নবজন্ম লাভ ক'রে যেন স্বর্গীয় প্রাণী হতে শুরু করে।

১৮। এরপরে প্রার্থনায় আমরা একথা বলি: *আমাদের দৈনিক খাদ্য আজ আমাদের দাও।* একথা আধ্যাত্মিক অর্থে, আবার সাধারণ অর্থেও ধরা যেতে পারে, কেননা ঐশব্যবস্থা অনুসারে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে দু'টোই প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে, খ্রীষ্টই জীবনের রুটি, ও তেমন রুটি সকলের নয়, আমাদেরই। আর আমরা যেমন ঈশ্বরকে 'আমাদের পিতা' বলে ডাকি কারণ তিনি তাদেরই পিতা যারা তাঁকে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করে, তেমনি 'আমাদের খাদ্যের' জন্যও প্রার্থনা করি কারণ খ্রীষ্ট তাদের খাদ্য, যারা আমাদের মত তাঁর দেহ গ্রহণ করে।

সুতরাং, আমরা প্রার্থনা করি যেন তেমন খাদ্য আমাদের প্রতিদিন দেওয়া হয়, পাছে আমরা যারা খ্রীষ্টে আছি ও প্রতিদিন তাঁর প্রসাদ পরিত্রাণদায়ী খাদ্য রূপে গ্রহণ করি, কোন গুরুতর পাপের কারণে স্বর্গীয় রুটি গ্রহণ না করায় তাঁর সহভাগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে খ্রীষ্টের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি—তিনি নিজেই তো বলেছিলেন: *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে। আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!*

যখন তিনি একথা বলেন যে, যারা তাঁর রুটি খাবে তারা অনন্তকাল জীবিত থাকবে, তখন এও স্পষ্ট যে, তারাই জীবিত থাকবে যারা তাঁর দেহ গ্রহণ করে ও সহভাগিতার উদ্দেশে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করে; এজন্য ভয় করতে হয়, খ্রীষ্টপ্রসাদ যে গ্রহণ করে না, পাছে সে খ্রীষ্টের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও পরিত্রাণ থেকে দূরে থাকে—এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রার্থনাও করতে হবে, কারণ তিনি নিজে এবিষয়ে সাবধান বাণী দিয়ে বলেছিলেন, *তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই।* এজন্য আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের খাদ্য সেই খ্রীষ্টকে প্রত্যেকদিন আমাদের দেওয়া হয়, আমরা যারা খ্রীষ্টে থাকি ও জীবনযাপন করি যেন তাঁর পবিত্রীকরণ ও তাঁর দেহ থেকে দূরে সরে না যাই।

১৯। কথাটা [আমাদের দৈনিক খাদ্য আজ আমাদের দাও] এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়: আমরা যারা প্রভুর

অনুগ্রহে ভরসা রেখে জগৎকে প্রত্যাখ্যান করেছি ও তার সমস্ত সম্মান ও ঐশ্বর্য তুচ্ছ করেছি, সেই আমাদের পক্ষে জীবনের যা প্রয়োজন তাই মাত্র বাসনা করা দরকার। কেননা প্রভু বলেছেন, *তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।*

যে কেউ খ্রীষ্টের শিষ্য হতে ইচ্ছা করে ও তাঁর আহ্বান অনুসরণ ক'রে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে, তার পক্ষে এ প্রয়োজন রয়েছে, আগামী দিনের চিন্তা না করে সে কেবল আজকের প্রয়োজনের অন্বেষণ করবে। স্বয়ং প্রভুই এই শিক্ষা দান করেছিলেন, *আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না: হ্যাঁ, আগামীকাল তার নিজের চিন্তায় নিজে চিন্তিত থাকবে; দিনের পক্ষে তার নিজের কষ্টই যথেষ্ট।*

সুতরাং, আগামী কালের জন্য কোন পরিকল্পনা সে করতে পারে না, একথা জেনে খ্রীষ্টের শিষ্য সুবুদ্ধির সঙ্গেই দৈনিক খাদ্যের জন্য যাচ্না করে থাকে।

ঈশ্বরের রাজ্য যেন শীঘ্রই এসে উপস্থিত হয়, এ প্রার্থনা করতে করতে আমরা যদি এজীবনে বহুদিন ধরে থাকতে ইচ্ছা করি, তাহলে নিজেদের সঙ্গেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তাই, আমাদের আশা ও বিশ্বাসের স্থৈর্যে মজবুত ভিত্তি ও শক্তি যোগাতে গিয়ে ধন্য প্রেরিতদূতও সাবধান বাণী দিয়ে বলেন, *আসলে আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, তা থেকে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না; তাই অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো, তাতেই তুষ্ট হই। কিন্তু যারা ধনী হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তারা প্রলোভনের হাতে পড়ে, তারা ফাঁদে ও নানা ধরনের বোধশূন্য ও ক্ষতিকর কামনার হাতে পড়ে, যা মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের গভীরে নিমজ্জিত করে। কেননা অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় কেউ কেউ বিশ্বাস ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং নিজেরাই বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।*

২০। প্রভু শিক্ষা দেন, ধন-সম্পত্তি ঘৃণার বস্তু শুধু নয়, বিপজ্জনকও বটে, কারণ সেখানেই রয়েছে অনিষ্টের প্রতি যত আকর্ষণের মূল, আর ধন-সম্পত্তি এভাবেই সেই মনের অন্ধত্ব সৃষ্টি করে যার ফলে মন সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এজন্য প্রভু সেই নির্বোধ ধনীকে ভর্ৎসনা করেন যে এই জগতের ধনের কথা ভাবতে থাকে ও নিজ ফসলের বিরাট প্রাচুর্যের চিন্তায় মাতাল হয়: *আজ এই রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হবে, তবে তুমি এই যা কিছু প্রস্তুত করেছ, তা কার্ হবে?* এই রাতে সে মরতে যাচ্ছে, অথচ নির্বোধের মত আনন্দিত, কেননা সে ফসলের প্রাচুর্যের কথা ভাবছে, অথচ ইতিমধ্যে তার আয়ু লোপ পাচ্ছে।

অপরদিকে প্রভু তাকেই সত্যিকারে সিদ্ধপুরুষ বলে ঘোষণা করেন, নিজের সর্বস্ব যে বিক্রি করে দিয়ে ও তার লাভ গরিবদের কাছে বিলি করে দিয়ে নিজ ধন স্বর্গেই স্থানান্তর করে। তিনি বলেন, যে কেউ তৈরী হয়ে ও কোমর বেঁধে নিজ ধনের জালে নিজেকে জড়াতে দেয় না, কিন্তু তা থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে ও নিজের সমস্ত মঙ্গল ঈশ্বরেই রেখে তাঁর অনুসরণ করে, সে-ই যন্ত্রণাভোগের গৌরবেও তাঁর অনুসরণ করতে যোগ্য। তেমন পর্যায়ে আমরা প্রত্যেকেই পৌঁছব, প্রভু আমাদের যেভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন আমরা যদি সেভাবে প্রার্থনা করতে শিখি।

২১। কেননা ধার্মিক মানুষের পক্ষে দৈনিক খাদ্যের অভাব থাকতে পারে না, যেহেতু লেখা আছে: *প্রভু ধার্মিকের প্রাণ ক্ষুধায় সংহার করবেন না*; আরও: *আমি যুবক ছিলাম, এখন তো প্রবীণ, ধার্মিক যে পরিত্যক্ত, তার বংশ যে অন্নের ভিখারী, তেমন কিছু দেখিনি।* তাছাড়া প্রভু এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, *কী খাব বা কী পান করব বা কী পরব, এ বলে চিন্তিত হয়ো না। বিজাতীয়রাই এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; বাস্তবিকই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। তোমরা বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে।* হ্যাঁ, যারা ঈশ্বরের রাজ্য ও ধর্মময়তার অন্বেষণ করে, তিনি প্রতিশ্রুতি দেন সবকিছুও তাদের জন্য দেওয়া হবে। কেননা যেহেতু সবকিছু ঈশ্বরেরই, সেজন্য যার অন্তরে ঈশ্বর আছেন তার পক্ষে কোন কিছুর অভাব থাকবে না যদি-না তার পক্ষে স্বয়ং ঈশ্বরেরই অভাব থাকে। এজন্য দানিয়েলের জন্য খাদ্য অলৌকিকভাবে যুগিয়ে দেওয়া হয়েছিল: যখন ঈশ্বরের সেই

মানুষকে রাজার হুকুমে সিংহদের গর্তে রুদ্ধ করা হয়েছিল, তখন সেই বন্য জন্তুদের মধ্যে থাকাকালে (আর সেই জন্তুগুলো ক্ষুধার্ত হয়েও তাঁকে রেহাই দিয়েছিল) ঈশ্বরের সেই মানুষ খাদ্য পেয়েছিলেন। একই প্রকারে এলিয় যখন পালাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সেই নির্জনতায় কাক-ই তাঁর সেবা করে খাওয়াত, ও তাঁর নির্যাতনকালে পাখিতেই তাঁর জন্য খাবার যুগিয়ে দিত। আহা, মানুষের শঠতার নিন্দনীয় নিষ্ঠুরতা! বন্যজন্তু রেহাই দেয়, পাখি খাওয়ায়, কিন্তু মানুষ ফন্দি খাটায় ও হিংসা করে!

২২। এর পর আমাদের পাপকর্মের জন্যও আমরা যাচ্‌না নিবেদন করি; আমরা বলি: *আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি।* খাদ্যদানের পরে পাপক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এমনটি হয়, যাতে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে খাদ্য পেয়েছে, সে যেন ঈশ্বরেই জীবিত থাকতে পারে; আরও, সে যেন শুধু এই পার্থিব জীবনের জন্য নয়, অনন্ত জীবনেরও জন্য চিন্তা করে। তেমন অনন্ত জীবনের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি, যদি আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়—সেই যে পাপ প্রভু সুসমাচারে ঋণ বলেন, *তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করেছ বিধায় আমি তোমার সমস্ত ঋণ ক্ষমা করে দিয়েছি।*

কতই না জরুরী, কতই না উপকারী, কতই না কল্যাণকর যে আমাদের পাপী অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় ও পাপক্ষমার জন্য প্রার্থনা করতে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়; যাতে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতেই আত্মা নিজে বিবেকের কথা স্মরণ করতে পারে! আর পাছে কেউ নিজেকে নিরপরাধী বলে মনে করে আত্মগর্ব করে আর ফলত সে নিজেকে যতখানি স্ফীত করে ততখানি নিজেকে বিনষ্ট করে, এজন্য প্রতিদিন পাপক্ষমার জন্য প্রার্থনা করতে আদেশ দেওয়ায় শিক্ষা দেওয়া হয় ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, মানুষ প্রতিদিন পাপ করে।

নিজ পত্রে যোহনও আমাদের সচেতন করে বলেন, আমরা যদি বলি, আমাদের পাপ নেই, আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি, আর আমাদের মধ্যে সত্য নেই। আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে বিশ্বস্ত ও ন্যায়বান বলে প্রভু আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। তাহলে এই পত্রে তিনি সেই দু'টো কথা স্মরণ করান তথা, পাপের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা দরকার, তবে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ক্ষমা লাভ করব। এজন্য, ঈশ্বর পাপক্ষমা দানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন বিধায় সাধু যোহন তাঁকে বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করেন, কারণ যিনি ঋণ ও পাপের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, তিনি পিতৃস্নেহ ও নিশ্চিত ক্ষমা দানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

২৩। শক্ত শর্ত ও বন্ধন দ্বারা আমাদের আবদ্ধ করে তিনি স্পষ্টভাবে এই অতিরিক্ত নিয়মও যোগ করে দিয়েছেন যে, যেভাবে আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের ঋণ ক্ষমা করা হয়, সেইভাবে আমাদের কাছে যারা ঋণী আমরাও যেন তাদের ঋণ ক্ষমা করি, একথা জেনে যে, পাপের জন্য যা যাচ্‌না করি তা লাভ করা সম্ভব নয় যদি না আমরাও একইভাবে তাদের ক্ষমা করি যারা আমাদের প্রতি পাপ করেছে। এজন্য অন্য স্থানেও তিনি বলেন, *যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।* আর সেই দাস যার সমস্ত ঋণ প্রভু ক্ষমা করেছিলেন, সে যখন তার সঙ্গী দাসের ঋণ ক্ষমা করতে চাইল না, তখন তাকে কারাবাসে আবদ্ধ করা হয়েছিল—তার সঙ্গী দাসের প্রতি ক্ষমাশীল হতে সম্মত না হওয়ায় সেও প্রভুর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হল।

খ্রীষ্ট নিজ আদেশগুলির মধ্যে ব্যাপারটা তাঁর নিজের অধিকারের দৃঢ়তর শক্তিতেই উপস্থাপন করলেন। তিনি বলেন, যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, যদি কারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের নিজেদের দোষত্রুটি ক্ষমা করেন। সেই বিচারের দিনে তোমার কোন সূত্রই থাকবে না, যখন তোমার নিজের বিচার অনুসারেই তুমি বিচারিত হবে, ও পরের প্রতি তোমার যেরূপ ব্যবহার হয়েছে, সেরূপ ব্যবহার তোমাকে সহ্য করতে হবে। কেননা ঈশ্বর শিক্ষা দিলেন, নিজ গৃহে সকলে যেন শান্তিপ্রিয়, একপ্রাণ ও একাত্ম হয়। আর তিনি নবজন্মে যেমন আমাদের গড়েছেন, তাঁর ইচ্ছাই যেন সেই

নবজাতরা তেমন থাকতে নিষ্ঠাবান হয়, যাতে আমরা যারা ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের শান্তিতে নিষ্ঠাবান থাকি, আর যাদের এক পরমাত্মা আছে, তাদের যেন এক প্রাণ ও এক মনও থাকে। ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বীর যজ্ঞ গ্রহণ করেন না, তাকে তিনি বরং আদেশ করেন, বেদি ছেড়ে সে যেন আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়—প্রার্থনার মধ্যে শান্তি যখন বিরাজ করে, তখনই ঈশ্বরকেও প্রসন্ন করা যায়। আমাদের শান্তি, ভ্রাতৃসুলভ একাত্মতা, ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্য দ্বারা সম্মিলিত জনগণ—এই তো ঈশ্বরের কাছে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

২৪। কেননা সেই যে যজ্ঞ আবেল ও কাইন প্রথম উৎসর্গ করেছিলেন, সেগুলিতেও ঈশ্বর বাহ্যিক দানের দিকে নয়, তাঁদের হৃদয়ের দিকেই তাকালেন, যার ফলে নিজের হৃদয়ে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন, তাঁরই দান তাঁর গ্রহণযোগ্য হল। শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়বান আবেল ঈশ্বরের কাছে নির্দোষিতায় যজ্ঞ উৎসর্গ করেন, আর এতে তিনি পরবর্তীকালের সকল মানুষের কাছে এ শিক্ষা দান করেন যে, যখন বেদিপ্রান্তে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়, তখন ঈশ্বরভয়ে, সরল অন্তরে, ন্যায়বিধান বজায় রেখে ও শান্তিপূর্ণ একাত্মতায় বেদির কাছে এগিয়ে যেতে হবে। আর যেহেতু আবেল তেমন মনোভাবেই ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ উৎসর্গ করেন, সেজন্য পরবর্তীতে তিনি নিজেই ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ হয়ে উঠলেন; এতে তিনি প্রথম সাক্ষ্যমরণ দেখিয়ে প্রভুর ন্যায় ও শান্তির অধিকারী হওয়ায় নিজের গৌরবময় রক্তদানে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ সূচনা করলেন। তেমন ভক্তদেরই প্রভু একদিন মাল্যভূষিত করবেন, তেমন ভক্তরাই বিচারের দিনে প্রভুর সঙ্গে গৌরব লাভ করবে।

অপরদিকে, যে হিংসুক, বিবাদী, ও ভাইদের সঙ্গে যার শান্তি নেই, ধন্য প্রেরিতদূত ও পবিত্র শাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুসারে সে খ্রীষ্টনামের খাতিরে নিহত হয়েও ভ্রাতৃবিরোধিতা অপরাধের দন্ড এড়াতে পারবে না, কেননা লেখা রয়েছে, *যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক,* আর যেহেতু ঈশ্বরের সঙ্গে কোন নরঘাতক থাকতে পারে না, সেজন্য সে স্বর্গরাজ্যেও যেতে পারবে না। খ্রীষ্টের চেয়ে যে যুদারই অনুকারী হতে চাইল, সে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে পারে না। সেই অপরাধ কতই না বড়, যা রক্ত-দীক্ষাস্নানও মুছে দিতে পারে না, সাক্ষ্যমরণও যার প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে পারে না!

২৫। প্রভু আমাদের এ শিক্ষাও দেন, কেমন করে প্রার্থনায় এ বাণীও বলা প্রয়োজন, তথা: *আর আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দিয়ো না।* এদ্বারা এ কথাই প্রমাণিত যে, ঈশ্বর অনুমতি না দিলে শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। সুতরাং পরীক্ষার সময়ে সভয়ে, সম্ভ্রমে ও ভক্তিভরে সেই ঈশ্বরেরই কাছে ফিরতে হবে, যিনি শয়তানকে নিজের অনুমতি ছাড়া আমাদের স্পর্শও করতে দেন না। একথা ঐশশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত, কেননা শাস্ত্রে বলে: *বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্‌নেজার যেরুসালেমে এসে তা অবরোধ করলেন, এবং প্রভু যেরুসালেমকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন।* এবং অমঙ্গল শক্তিকে অধিকার দেওয়া হয় আমাদের পাপকর্মের অনুযায়ী, যেমনটি লেখা আছে, *কে যাকোবকে লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়েছেন? ইস্রায়েলকে অপহারকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন? সেই প্রভু কি নয়, যাঁর বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছি? তারা তাঁর পথে চলতে অসম্মত ছিল, তাঁর বিধানের প্রতি অবাধ্য ছিল। এজন্য তিনি তার উপরে তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বর্ষণ করলেন।* আরও, যখন সলোমন পাপ করলেন এবং প্রভুর আজ্ঞা ও পথ-সকল থেকে সরে গেলেন, তখন —যেমনটি লেখা আছে— *প্রভু সলোমনের বিরুদ্ধে শয়তানকে উত্তেজিত করলেন।*

২৬। আমাদের উপরে শয়তানকে যে অধিকার দেওয়া হয়, তার উদ্দেশ্য দ্বিমুখী: আমরা পাপ করলে সে যেন আমাদের দন্ড দেয়; আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যেন গৌরবলাভ করি। আর ঠিক তাই ঘটেছিল যোবের বেলায়; ঈশ্বর শয়তানকে বলেছিলেন, *আচ্ছা, তার সবকিছু এখন তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার উপরে হাত বাড়াবে না।* এবং সুসমাচারে আমরা একথা পড়ি যে, যন্ত্রণাভোগের সময়ে প্রভু বললেন, *আমার উপর আপনার কোন অধিকারই থাকত না, যদি না তা ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেওয়া হত।*

আমরা যখন প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে না দেন, তখন আমাদের কাছে আমাদের দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, আমরা যেন গর্বোদ্ধত না হই, ও নিজেদের ভক্তি

বা আত্মসংযম নিয়ে গৌরববোধ করে যেন দম্ভ ও দর্প মনোভাব পোষণ না করি। স্বয়ং প্রভু বিনম্রতার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বলেন, *জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন না হতে হয়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।* আমরা সরল ও বিনম্র ভাবে আমাদের ভঙ্গুরতা স্বীকার করায় ঈশ্বরকেই সেই সমস্ত কিছু আরোপ করি যার জন্য ভক্তিভরে ও সভয়ে অবিরতই যাচ্না করি ও যা তিনি নিজের দয়ার খাতিরে আমাদের মঞ্জুর করেন।

২৭। পরিশেষে, প্রার্থনা শেষে, সংক্ষিপ্ত একটি বচন আমাদের সমস্ত প্রার্থনা ও মিনতি নিজের মধ্যে একীভূত করে; আমরা বলি: *কিন্তু অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর,* তথা সেই সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের নিস্তার কর, যা ইহলোকে সেই শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে খাটাতে পারে। তার বিরুদ্ধে একমাত্র অটল ও দৃঢ় রক্ষা হল ঈশ্বরের সহায়তা: আমাদের বিনীত-যাচ্নায় কান দিয়ে কেবল তিনিই আমাদের নিস্তার করতে পারেন। আর আমরা *অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর* একবার বললেই যাচ্না করার মত আর কিছুই বাকি থাকে না। আমরা তেমন নিস্তার পেয়ে, শয়তান ও জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে যাই মতলব খাটায় না কেন, আমরা নিরাপদ হয়ে শান্তি ভোগ করব। জগতে ঈশ্বরই যার নিস্তারকর্তা, সে কোন্ ভিত্তিতেই বা জগৎকে ভয় করবে?

২৮। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর যে প্রার্থনা শিখিয়েছেন, তিনি নিজ অধিকারে যে সেই পরিত্রাণদায়ী বাণীর মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত করেছেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে? তেমন কিছু আগে থেকেও নবী ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, যখন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তিনি ঈশ্বরের মহিমা ও কৃপার কথা বলেছিলেন: *বাণী সমস্ত কিছু সাধন করেন ও সমস্ত কিছু ধর্মময়তায় সংক্ষিপ্ত করেন, কারণ প্রভু পৃথিবী জুড়ে নিজের বাণী সংক্ষিপ্ত করবেন।* আর আসলে ঈশ্বরের বাণী আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট যখন সকলের কাছে এলেন ও শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই সমানভাবে সংগ্রহ করে সমস্ত লিঙ্গ কি বয়সের মানুষের কাছে পরিত্রাণের আদেশগুলি ব্যক্ত করলেন, তখন নিজের আদেশগুলির একটা মহা সংক্ষেপ ঘটালেন, যেন শিক্ষার্থীদের স্মরণশক্তি স্বর্গীয় বিষয়ে শ্রান্ত না হয়, কিন্তু সরল বিশ্বাসের পক্ষে যা প্রয়োজন তা যেন শীঘ্রই শেখা যেতে পারে। তাই যখন শেখালেন অনন্ত জীবন কী, তিনি জীবন-মর্মসত্য মহা ও দিব্য একটা সংক্ষিপ্ত বচনে একীভূত করে বললেন, *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।* আরও, বিধান ও নবীদের পুস্তক থেকে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা বেছে নিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, *হে ইস্রায়েল, শোন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু; আর তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে। এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টা এটার সদৃশ: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে।* আরও, *তোমরা লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তোমরাও তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর, কেননা এই তো বিধান-পুস্তক ও নবী-পুস্তকের সারকথা।*

২৯। উপরন্তু ঈশ্বর আমাদের কথায় শুধু নয়, কাজেও প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন: তিনি নিজেই তো প্রায়ই প্রার্থনা ও মিনতি করতেন, ও নিজের দৃষ্টান্তের সাক্ষ্যদানে দেখালেন আমাদেরও কীভাবে করা উচিত; কেননা লেখা আছে, *তিনি নির্জন জায়গায় একা গিয়ে প্রার্থনা করতেন;* আরও, *তিনি একদিন প্রার্থনা করার জন্য বেরিয়ে পর্বতে গেলেন, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সারারাত কাটালেন।* নিষ্পাপ তিনি যখন প্রার্থনা করতেন, তখন পাপী আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করা আরও কতই না প্রয়োজন; আর যখন তিনি অবিরত প্রার্থনায় সারা রাত ধরে জাগরণ পালন করতেন, তখন আমাদের পক্ষে প্রার্থনায় রাত্রিজাগরণ পালন করা আর কতই না দরকার।

৩০। প্রভু তো নিজের মঙ্গল প্রার্থনা ও মিনতি করতেন না—নিষ্পাপ যিনি, তিনি কি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা করতে পারেন?—বরং আমাদের পাপের জন্যই করতেন, যেভাবে তিনি নিজে তখনই ঘোষণা করলেন, যখন

পিতরকে বললেন, *দেখ, গমের মত তোমাদের চেলে নেবার জন্য শয়তান তোমাদের সন্ধান করেছে; কিন্তু আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায়।* তারপর তিনি সকলেরই জন্য প্রার্থনা করে বলে চললেন, *আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে।*

আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা সত্যিই মহান, তাঁর মমতাও মহান! নিজের রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করায় তিনি তুষ্ট হলেন না, আমাদের জন্য প্রার্থনাও করতে ইচ্ছা করলেন। আর তোমরা প্রার্থীর যে কী বাসনা ছিল, তা লক্ষ কর: পিতা ও পুত্র যেমন এক, আমরাও তেমনি যেন সেই একই ঐক্যে থাকতে পারি। এ থেকেও উপলব্ধি করা যায়, ঐক্য ও শান্তি যে ছিন্ন করে, সে কেমন ভুল না করে; বিশেষভাবে যখন প্রভু এজন্যই প্রার্থনা করলেন, কেননা তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর জনগণ জীবন পাবে—একথা জেনে যে, হিংসা-বিভেদ ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছতে পারে না।

৩১। সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন আমাদের সজাগ থাকতে হবে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই প্রার্থনায় নিজেদের নিমজ্জিত করতে হবে। যত সাংসারিক ও জাগতিক চিন্তা দূরে যাক, আর আমাদের অন্তর নিজ প্রার্থনার বস্তুতে ছাড়া যেন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত না থাকে। এ উদ্দেশ্যে, প্রভুর প্রার্থনার আগে যাজক উদ্বোধন বাণী দ্বারা ভাইদের মন প্রস্তুত করে বলেন: 'তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর,' যেন 'আমাদের হৃদয় প্রভুর প্রতিই নিবদ্ধ' সমবেত মণ্ডলীর এই উত্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রভুর কথা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে নেই।

শত্রু সেই শয়তানের জন্য হৃদয় বন্ধ হয়ে যাক, কেবল ঈশ্বরের জন্যই উন্মুক্ত হোক; প্রার্থনা কালে ঈশ্বরের শত্রু আমাদের হৃদয়ে ঢুকবে, তা সহ্য করার নয়। কেননা সে প্রায়ই অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হয়, এবং ঢুকে চিকন বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর থেকে দূর করে দেয়, যাতে করে আমাদের হৃদয়ে একটা কিছু থাকে ও কণ্ঠে অন্য কিছু থাকে; অপরদিকে কণ্ঠস্বর নয়, পুণ্য সঙ্কল্প নিয়ে মন ও ভক্তিই প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করবে! কতই না লঘুপ্রকৃতির মানুষ তুমি যে, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে করতে অন্যমনস্ক হও ও অসার ও জাগতিক চিন্তায় নিজেকে আকর্ষিত হতে দাও—ঠিক যেন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু থাকতে পারে যার দিকে মন দিতে হবে! কেমন করে দাবি রাখতে পার, ঈশ্বর তোমাকে শুনবেন, যখন তুমি নিজেই তাঁকে শোন না? যখন তুমি তাঁকে স্মরণ কর না, তখন তুমি কি চাও, তুমি প্রার্থনা করলে প্রভু তোমাকে স্মরণ করবেন? তেমন ব্যবহারের অর্থ শত্রু বিষয়ে সতর্ক থাকা নয়; বরং এ ব্যবহারের অর্থ হল, প্রভুর কাছে প্রার্থনাকালে প্রার্থনা অবহেলা করায় ঈশ্বরের মহিমার অপমান করা; আরও, এ ব্যবহারের অর্থ হল, চোখে জেগে থাকা অথচ হৃদয়ে নিদ্রাগত হওয়া—কিন্তু খ্রীষ্টানের কর্তব্য হল, চোখ নিদ্রা গেলেও হৃদয় সজাগ করে রাখা, যেমনটি পরম গীতে মণ্ডলীই যেন বলে, *আমি ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু আমার হৃদয় জেগে আছে।* আর এজন্যই প্রেরিতদূত একথা বলে আমাদের সতর্ক করেন: *প্রার্থনায় রত থাক আর সেইসাথে জেগে থাক;* এতে তিনি শেখান ও দেখান যে, তারাই ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের প্রার্থনার বস্তু পায়, ঈশ্বর যাদের প্রার্থনাকালে সজাগ দেখেন।

৩২। তাছাড়া, যারা প্রার্থনা করে, ঈশ্বরের কাছে এসে তারা কিন্তু যেন ফলহীন ও নগ্ন মিনতি নিবেদন না করে: ঈশ্বরের কাছে অনুর্বর প্রার্থনা নিবেদন করলে যাচ্‌না নিষ্ফল; কেননা ফল দেয় না তেমন গাছ যেমন উচ্ছেদ করা হয় ও আগুনে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি ফলবিহীন কথাও কোন শুভকর্মে অনুর্বর হওয়ায় ঈশ্বরের যোগ্য নয়। এজন্য ঐশশাস্ত্র শিক্ষাদান করে বলে, *উপবাস ও অর্থদান সহ প্রার্থনা উত্তম।* বাস্তবিকই, বিচারের দিনে যিনি শুভকর্ম ও অর্থদানের জন্য মজুরি দান করবেন, তিনি আজও প্রসন্নতার সঙ্গে সেই সকলকে শোনেন যারা শুভকর্ম সহ তাঁর কাছে এসে প্রার্থনা করে। এভাবে প্রার্থনা করছিলেন বিধায় সেনাপতি কর্নেলিউসও সাড়া

পেতে যোগ্য হয়ে উঠলেন, কেননা *তিনি জনগণের প্রতি যথেষ্ট দানশীল ছিলেন এবং রীতিমত ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতেন।* বেলা তিনটের দিকে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময় তেমনই মানুষের কাছে এক [স্বর্গীয়] দূত দেখা দিলেন যিনি তাঁর পরিশ্রমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন; দূতটি বলেছিলেন: *তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই স্মৃতিচিহ্ন রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের চরণে পৌঁছেছে।*

৩৩। আমাদের শুভকর্ম যে যাচ্না‌র জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করে, সেই যাচ্না দ্রুতই ঈশ্বরের কাছে উপনীত। এভাবে রাফায়েল দূত প্রার্থনা ও শুভকর্মে নিত্য রত তোবিতের কাছে দেখা দিয়ে বললেন, *ঈশ্বরের কর্মকীর্তি ব্যক্ত ও প্রকাশ করা, তা সমীচীন। তাই একথা জেনে নাও যে, যখন তুমি ও সারা প্রার্থনায় রত ছিলে, তখন আমিই তোমাদের প্রার্থনার স্মৃতি-চিহ্ন প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে উপস্থিত করতাম। আর যখন তুমি সরলতার সঙ্গে মৃতদের সমাধি দিতে, এবং উঠে ভোজ ছাড়তে দ্বিধা না করে বরং সেই মৃতলোকের সমাধি-ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলে, তখন তোমাকে পরীক্ষা করতেই আমি প্রেরিত হয়েছিলাম। আর ঈশ্বর তোমাকে ও তোমার পুত্রবধূ সারাকে নিরাময় করতে আমাকে আবার প্রেরণ করলেন। কেননা আমি রাফায়েল, সেই সপ্ত দূতের একজন, যাঁরা প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে থাকতে এবং প্রবেশ ও প্রস্থান করতে সর্বদাই প্রস্তুত।*

ইসাইয়ার মধ্য দিয়েও প্রভু আমাদের একই ধরনের জিনিস স্মরণ করান ও সেবিষয়ে উপদেশ দেন; তিনি বলেন, *অন্যায্যতার যত গিঁট খুলে দাও, ক্ষমতাহীন জোয়ালের বন্ধন মুক্ত কর, অত্যাচারিতকে শান্তি ভোগ করতে ছেড়ে দাও, যত জোয়াল ছিন্ন কর। ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও, গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও। উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না। তবেই তোমার আলো ঠিক সময়ে উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে! তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে, আর প্রভুর গৌরব তোমাকে চারদিকে ঘিরে রাখবে। তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দেবেন; তুমি চিৎকার করবে আর তিনি বলবেন: 'এই যে আমি!'*

ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তাদের প্রার্থনা শুনবেন ও রক্ষা করবেন যারা অন্যায্যতার বন্ধন থেকে হৃদয় মুক্ত ক'রে ও ঈশ্বরের আদেশ মত অর্থদানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেবকদের সহায়তা ক'রে ঈশ্বর যা করতে আজ্ঞা করেছেন তা শোনে: তারা শোনে বিধায় ঈশ্বরও তাদের শোনেন। সঙ্কটের সময়ে ভাইদের দ্বারা আর্থিক সাহায্য পেয়ে ধন্য প্রেরিতদূত পল বললেন, শুভকর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলি হয়ে ওঠে: *আমি তোমাদের কাছ থেকে এপাফ্রদিতসের মাধ্যমে যা যা পেয়েছি, তাতে আমার চাহিদা পরিপূর্ণ হয়েছে: সেই দান যেন এক সৌরভ, ঈশ্বরের গ্রহণীয় এক প্রীতিকর যজ্ঞবলি।* বাস্তবিকই, মানুষ যখন গরিবের প্রতি দয়া দেখায়, সে তখন ঈশ্বরকেই ধার দেয়; আর সবচেয়ে নিঃস্বদের প্রতি যে দানশীল, সে ঈশ্বরেরই প্রতি দানশীল—ঈশ্বরের কাছে সে আত্মিক সুরভিত বলিই উৎসর্গ করে।

৩৪। আমরা দেখেছি, তাঁদের প্রার্থনা-কর্তব্য-সম্পাদনে সেই তিনজন বালক বিশ্বাসে বলীয়ান ও বন্দিদশায় বিজয়ী হয়ে দানিয়েলের সঙ্গে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম ঘণ্টা উদ্‌যাপন করে প্রার্থনা করতেন—আর তাই করতেন সেই ত্রিত্ব-রহস্যের খাতিরে যা চরমকালে প্রকাশিত হবার কথা। কেননা তৃতীয় ঘণ্টার দিকে অগ্রসর হতে হতে প্রথম ঘণ্টা ত্রিত্বের পূর্ণ সংখ্যাটি প্রকাশ করে, ষষ্ঠ ঘণ্টার দিকে অগ্রসর হতে হতে চতুর্থ ঘণ্টাও আবার ত্রিত্বকে প্রকাশ করে; আর যখন সপ্তম ঘণ্টার মাধ্যমে নবম ঘণ্টা পূর্ণতা লাভ করে, তখন সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ত্রিত্বকে প্রতি তিন ঘণ্টায় গণনা করা হয়: ঈশ্বরের উপাসকেরা আগে থেকেও প্রার্থনার এই আধ্যাত্মিক কাল নির্ধারণ ক'রে নির্দিষ্ট রীতি ও সময় অনুসারেই প্রার্থনা উদ্‌যাপন করতেন; আর পরবর্তীকালে যা ঘটেছে, তা স্পষ্ট প্রকাশ করল, ধার্মিকেরা যে এভাবে প্রার্থনা করছিলেন তা একটা পূর্বলক্ষণ ছিল। কেননা তৃতীয় ঘণ্টায়ই শিষ্যদের উপর সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন যাঁর দ্বারা প্রভুর প্রতিশ্রুত অনুগ্রহ সিদ্ধিলাভ করল। একইপ্রকারে পিতর ষষ্ঠ ঘণ্টায় ছাদে গিয়ে একটা চিহ্ন ও স্বয়ং ঈশ্বরের দিশারী কণ্ঠস্বর দ্বারা আদেশ পেলেন, তিনি যেন সকলকেই গ্রহণ করে নেন, যাতে সকলেই পরিত্রাণের অনুগ্রহ লাভ করে—কারণ আগে তাঁর সন্দেহ ছিল, বিধর্মীদের দীক্ষাস্নাত করা

যাবে কিনা। স্বয়ং প্রভু ষষ্ঠ ঘণ্টায় ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নবম ঘণ্টায় নিজের রক্তে আমাদের পাপ ধৌত করলেন, এবং যাতে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে ও সঞ্জীবিত করতে পারেন সেই সময়ই নিজের যন্ত্রণাভোগে বিজয় লাভ করলেন।

৩৫। কিন্তু, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, প্রাচীনকালের পালিত সেই ঘণ্টাগুলো ছাড়া আমাদের জন্য এখন প্রার্থনার কাল ও তাৎপর্য বৃদ্ধি লাভ করল; কেননা ভোরবেলায়ও আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে প্রভুর পুনরুত্থান প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় উদ্‌যাপিত হয়। পবিত্র আত্মা প্রাচীনকালেও সামসঙ্গীত-মালায় ইঙ্গিত করেছিলেন, যেমন: *আমার রাজা, আমার পরমেশ্বর! তোমার কাছেই আমি প্রার্থনা করব। প্রভু, প্রভাতে তুমি শুনবে আমার কণ্ঠ; প্রভাতে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব, তোমার দিকে চেয়ে থাকব।* নবীর মুখ দিয়ে প্রভু এ কথাও বলেন: *প্রভাতে তারা আমার জন্য চেয়ে থাকবে, ও আমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে ফিরবে।* আবার দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে তখনও আমাদের প্রার্থনা করা দরকার, কেননা, যেহেতু খ্রীষ্টই প্রকৃত সূর্য ও প্রকৃত দিন, সেজন্য সূর্যাস্তের সময়ে আমরা যখন প্রার্থনা ও যাচ্‌না করি যেন আলো আমাদের উপর পুনরায় আগমন করে, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে সেই খ্রীষ্টেরই আগমনের জন্য প্রার্থনা করি যিনি আমাদের সনাতন আলোর অনুগ্রহ দান করবেন। স্বয়ং পবিত্র আত্মাই সামসঙ্গীত-মালায় খ্রীষ্টকে দিন বলে অভিহিত করেন; তিনি বলেন: *গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল, তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর; এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ, আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়। এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন, এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি।* তিনি যে সূর্য বলে অভিহিত, এবিষয়ে নবী মালাখিও সাক্ষ্যদান করেন যখন বলেন: *প্রভুর নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর পাখায় রয়েছে আরোগ্যদান।* তাই যখন পবিত্র শাস্ত্রে খ্রীষ্টই প্রকৃত সূর্য ও প্রকৃত দিন, তখন এমন সময় নেই যে সময় খ্রীষ্টভক্তরা ঈশ্বরের অবিরত আরাধনা থেকে বিরত থাকবে, যাতে করে আমরা যারা খ্রীষ্টে অর্থাৎ কিনা সূর্যে ও প্রকৃত দিনে রয়েছি, সারা দিন ধরেই প্রার্থনা ও মিনতিতে রত থাকি। আর যখন রাত আবার আসে, তখন যারা প্রার্থনায় রত আছে, রাত্রিকালীন অন্ধকার থেকে তাদের কাছে কোন বিপদ আসতে পারে না, কেননা আলোর সন্তানদের কাছে রাতও দিনের মত আলোময়। আসলে, যার হৃদয়ে আলো রয়েছে, সে কবেই বা আলো-বিহীন হতে পারে? আর যার পক্ষে খ্রীষ্টই সূর্য ও দিন, তার পক্ষে কবেই বা সূর্য ও দিন অস্তগমন করতে পারে?

৩৬। তাই আমরা যারা খ্রীষ্টে, অর্থাৎ নিত্য আলোতে রয়েছি, সেই আমরা যেন রাত্রিকালেও প্রার্থনা থেকে বিরত না থাকি। এভাবেই তো সেই বিধবা আন্না অবিরত প্রার্থনা ও নিশিজাগরণ পালন করে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে গ্রহণীয় করায় রত ছিলেন, যেমনটি সুসমাচারে লেখা আছে: *তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন।* তেমন কথাই বিবেচনা করুন সেই বিজাতীয়রা যাঁরা এখনও আলোপ্রাপ্ত হননি, আর সেই ইহুদীরা যাঁরা আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে রয়ে গেলেন; আমরা কিন্তু, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা প্রভুর আলোতে নিত্যই রয়েছি, যারা সেই সবকিছু স্মরণ ও রক্ষা করি যে সবকিছু ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা আমরা হতে শুরু করেছি, সেই আমরা রাতকে দিন বলে গণ্য করি।

আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আমরা নিত্যই আলোতে চলছি—যে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে গেছি, তা যেন আমাদের বাধা না দেয়: রাত্রিকাল যেন আমাদের প্রার্থনা বিঘ্নিত না করে, রাত্রিকালীন প্রার্থনায় আমরা যেন এমনিই উদাসীন ভাবে সময় অপব্যয় না করি। ঈশ্বরের করুণা দ্বারা আত্মিক দিক থেকে নবসৃষ্ট ও নবজাত হয়ে, এসো, আমাদের যা হওয়ার কথা তারই অনুকরণ করি: আমরা যখন সেই রাজ্যেই বসবাস করতে আহূত, যে রাজ্য কোন রাত চেনে না, কেবল দিন-ই চেনে, তখন এসো, রাত্রিকালে জাগ্রত থাকি ঠিক দিনমানেই যেন; আমরা যখন পরলোকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জানাতে আহূত, তখন এসো, ইহলোকেও অবিরত প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চলি।